দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দপ্তর প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরটি দেশের বৃহত্তম দপ্তরগুলির একটি হিসাবে পরিচিত। এই দপ্তরের আওতাধীন প্রায় ৩৮,০০০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২,০০০ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮১টি থানা শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৫৩টি পিটিআই, ৫টি বিভাগীয় অফিস ও একটি মৌলিক শিক্ষা একাডেমী রহিয়াছে। সর্বসাকুল্যে শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) জনবল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এই অধিদপ্তরটি। ১৯৮১ সনে শিক্ষা ভবনের ৫ম তলায় এই দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি পাইলে প্রতি মাসে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস ভাড়া করিয়া দপ্তরের অধিকাংশ জনবল স্থানান্তর করা হয়। ফলে মহাপরিচালকের সহিত যোগাযোগ ও ফাইল স্বাক্ষরের জন্য জ্বালানিসহ সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অপচয় হইতে থাকে। এমতাবস্থায় সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মিরপুর ২ নং সেকশনের বিলুপ্ত শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের ৪ তলা বিশিষ্ট ভবনটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নামে বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে অধিদপ্তরের ৭০% কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিরপুর ভবনে অফিস করিতে শুরু করেন। কিন্তু মহাপরিচালক সাহেব সামান্য কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী লইয়া এখনো শিক্ষা ভবনেই অফিস করিতেছেন। মিরপুর হইতে শিক্ষা ভবনের দূরত্ব প্রায় ১০ মাইল। প্রতিনিয়ত অফিসের ফাইলপত্র স্বাক্ষর ও চিঠিপত্র লইয়া শিক্ষা ভবনে যাতায়াত করিতে হইতেছে মিরপুরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। ইহাতে সরকারের জ্বালানি খরচ বাবদ ব্যয় হইতেছে লক্ষ লক্ষ টাকা তাহাছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজেও ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শোনা যাইতেছে সাংগঠনিক স্বার্থ ও ফায়দা লোটার জন্য সামান্য কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিরপুর-এ অফিস স্থানান্তরের বিরোধিতা করিতেছেন। বিষয়টির প্রতি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ আবুল কাসেম, হাতিরপুল, ঢাকা।